দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৮ ...... কলাম ......

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-৪

সেশনজট ৪ বছর □ শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি চরমে

গ্র্যাজুয়েটদের সার্টিফিকেট প্রশ্ন-সাপেক্ষ হওয়ার আশঙ্কা

আবদুল মালেক ॥ আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম ভার্সিটির শিক্ষা কাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। সেশনজট যেমন বেড়েছে, তেমনি শিক্ষার গুণগত মানেরও অবনতি ঘটেছে চরমভাবে। উচ্চতর শিক্ষার্থীরা এই বিদ্যাপীঠে ভর্তির আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ভর্তিচ্ছুর হার এমন হ্রাস পেয়েছে যে, গত বছর থেকে কর্তৃপক্ষ এসএসসি/এইচএসসিতে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদেরও ভর্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার মানের অধোগতির বড় দৃষ্টান্ত এর

পুলিশী নিপীড়ন, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও প্রশাসনের মুক্তচিন্তার অভাব এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

১৯৬৮ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে প্রায় ২০ বছর বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শিক্ষার স্বাভাবিক অগ্রগতি ছিল। আশির দশকে ক্যাম্পাস দখলের লড়াই শুরু হলে শিক্ষার উপর তার প্রভাব পড়ে। তবুও এক বছর জট নিয়ে '৯০ সালের গোড়া পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। '৯৪ সালে মুছার মৃত্যুতে ৪ মাস বন্ধে সেশনজট ২ বছরে উন্নীত হয়। '৯৬ সালের পর হানাহানি যেভাবে জেঁকে বসে তাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এখন সেশনজট প্রায় ৪ বছর। এত দিন সেশনজটের জন্য দায়ী করা হতো সন্ত্রাসকে। তার সাথে এখন যুক্ত হয়েছে শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা। নিয়ম অনুসারে

একজন প্রফেসরের সপ্তাহে অন্তত ১০টি ক্লাস নেয়ার কথা। কিন্তু সেখানে এমন প্রফেসরও আছেন, যারা সপ্তাহে ১টি ক্লাসও নেন না। জানা গেছে, আওয়ামী লীগের কথিত উদারনীতির সুযোগে একশ্রেণীর শিক্ষক দলীয় রাজনীতি, প্রাইভেট ভার্সিটি,

১৪ এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-৪

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক নিয়োগ হয়নি সেখানে। শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার সেন্টার চালুর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি। শিক্ষকদের জন্য সীমিতভাবে যে কম্পিউটার ল্যাব চালু হয়েছে, সেটিও সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না জনবলের অভাবে।

পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা হলেও মাসের পর মাস ফল প্রকাশিত হয় না। ২ বছর যাবত ফল প্রকাশ না হওয়ার দৃষ্টান্তও এই ভার্সিটিতে আছে। প্রাচ্যভাষা বিভাগের ঐ ঘটনা তদন্ত হলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।